ভোরের কাগজ

5 JUN 2003
পৃঃ ... কলাম ...

এইচএসসি : সরজমিন সিলেটে

ভিড়ভাট্টা, নকলবাজদের চিরাচরিত দৌরাত্ম্য এখন আর নেই

মানসুরা হোসাইন, সিলেট থেকে : এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর সামনে সেই চিরাচরিত ভিড় নেই। নেই নকলবাজদের উৎপাত। সবকিছু শান্ত। গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আদর্শ চিত্র। গতকাল বুধবার সিলেট শহর, সুনামগঞ্জ এবং ছাতকের কয়েকটি কেন্দ্রে গিয়ে এরকম ইতিবাচক চিত্রই দেখা গেছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলন সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জের গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ এবং ছাতক ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র

● শেষ-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

ভিড়ভাট্টা নকলবাজদের

● শেষের পাতার পর

পরিদর্শন করেন। এগুলোর কোনোটিতেই নকলের কোনো আলামত চোখে পড়েনি। তবে গতকাল সকালে রেডিওতে প্রচারিত প্রতিমন্ত্রী কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এই খবরেও এই অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার কারণ হতে পারে। প্রতিমন্ত্রী রেডিওতে এই প্রচারণার খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নকল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরে নকল চলতেই থাকবে যদি শিক্ষকরা সচেতন না হন।

নকল রোধে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষককে শুধু বহিষ্কারই নয়, গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, যারা নকল করছে তাদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়ে ছাত্রদের দেহ তল্লাশি, বাথরুম এবং কেন্দ্রের আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখেন।

সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রের বাথরুমে উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ বিষয়ক একটি গাইড বই ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গতকাল এইচএসসি পরীক্ষায় পঞ্চম দিন অর্থনীতি প্রথমপত্র এবং পদার্থবিজ্ঞান প্রথমপত্রের পরীক্ষা ছিল।

পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গে এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের ভাষ্যমতে, নকলের চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আগে যেসব নকলপ্রবণ বা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন করতে হতো বর্তমানে, সেসব কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ শিক্ষকদেরই হাতে। তবে বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করায় সেই ছাত্র এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা পরীক্ষাশেষে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের প্রভাষক মুজিবুর রহমানকে আক্রমণ করেছিল। বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী আহত শিক্ষক মুজিবুর রহমানের হাতে চেক তুলে দেন।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রহমান। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ১৯ হাজার ২২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।